দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

প্রান্ত থেকে

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, প্রকাশকাল জানুয়ারী ২০২৪

[মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৭২ সালে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংস্থা ত্রাণ পুনর্বাসন, দুর্যোগে সাড়াপ্রদানসহ কর্মসংস্থান ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি বিগত দুই দশক ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রায় ৫০,০০০ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাংলাদেশের উপকূলে জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের লক্ষ্যে কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্দ্ধনমূলক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে লাগসই কর্মসূচি, খাদ্য ও পুষ্টি যোগানে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এমন একটি দেশের স্বপ্ন দেখে যেখানে শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমঅধিকার, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার পাবে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও লিঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে।]

মানুষকে সব প্রাণ, প্রকৃতিকে সাথে নিয়ে বাঁচতে হবে

১.

শীতের সময়ে খেঁজুরের কাচাঁ রস খাওয়া ও বিক্রির মৌসুম শুরু হয়। কিন্তু জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এই রস খাওয়াতেও বিপদ দেখছেন। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (আইইডিসিআর) এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. তাহমিনা শিরিন জানান, খেজুরের কাঁচা রস থেকে নিপাহ ভাইরাস মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। বাদুরের মুখের লালা বা বাদুরের মলমুত্র দ্বারা দুষিত হয় এই রস। বাদুরে খাওয়া ফল থেকেও নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে। বাংলাদেশে গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে, মানুষ থেকে মানুষেও নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে। আইইডিসিআর এর গবেষণায় আরও দেখা যায়, চলতি বছর দেশে একজন প্রসুতির বুকের দুধে নিপাহ ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। ঐ মায়ের সন্তানের পরে মৃত্যু ঘটে। এ পর্যন্ত যতজন নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের মধ্যে ৭১ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার অপরাধের পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। তাঁরা বলেন, সামান্য কারণে বাছবিচারহীনভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. ফজলে রাব্বি চৌধুরী জানান, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক সংরক্ষিত হিসেবে বিবেচিত। এগুলো শেষ আশ্রয়স্থল। একান্ত প্রয়োজন না হলে সেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত না; কিন্তু সামান্য কারণে এসব অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রে লেখা হচ্ছে। এটা অপরাধ। এছাড়া ওষুধের যথেচ্ছ ও অযৌক্তিক ব্যবহার হচ্ছে। সে কারণে মানবদেহ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাক ওষুধ-প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। তাই ওষুধ প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকে আক্রান্ত মানুষ ওষুধে সুস্থ হয়ে উঠছেন না। মানুষ মারা যাচ্ছেন। এ সমস্যা বিশ্বজুড়ে। ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে এই কারণে ১২ লাখ ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে। একই সময়ে বাংলাদেশে অনুমিত ২৬ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। এছাড়া ফসলের জমিতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার প্রাণপ্রকৃতি ও মানবদেহের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আমিনুল ইসলাম হাতিয়া উপজেলার বুড়ির চর ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। নিজের চাষের জমিতে কীটনাশক দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমিনুল ইসলাম জানান, কীটনাশকের গায়ে যে সতকর্তা বা মাস্ক পরে কীটনাশক ছিটানোর নির্দেশনা যেভাবে দেয়া আছে সেটা না মেনে আমি ধানের জমিতে কীটনাশক দিতে যাই। কীটনাশক ছিটানোর দশমিনিটের মধ্যে আমার মাথাঘোরাসহ, বমি শুরু হয়। এক পর্যায়ে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে তিনি আমাকে উপজেলা হাসপাতালে পাঠান। সেখানে আমি এক সপ্তাহ চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হই।

উপরিউক্ত, তিনটি তথ্য দেখে আমরা বুঝতে পারি, মানুষ, প্রাণি, প্রকৃতি কেউ আমরা সুস্থ নই। মানুষ-প্রাণি-জীব এর আন্তঃসম্পর্কের কারণে একে অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি, আবার মানুষের এন্টিবায়োটিক, কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্তি ব্যবহারের ফলে প্রাণপ্রকৃতি আক্রান্ত হচ্ছে। তাই এককভাবে মানুষ সুস্থ থাকবে এটা এখন আর সম্ভব নয়। কেবল নিপাহ ভাইরাস নয় তিনবছর আগে কোভিড-১৯ মহামারী সারা পৃথিবীকে স্থবির করে দিয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে ওয়ান হেলথ বা একক স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিয়ে জোরেসোরে আলোচনা শুরু হয়েছে।

২.

ওয়ান হেলথ বা একক স্বাস্থ্য কী?

মানব স্বাস্থ্য সরাসরি আমাদের চারপাশের পরিবেশ, গাছ-পালা ও পশু-পাখির স্বাস্থ্যের উপর পরস্পর নির্ভরশীল। মানব স্বাস্থ্য তখনই ভালো থাকবে, যখন বন্য প্রাণী, গৃহপালিত পশুপাখি, খামারের জীবজন্তু, কৃষি জমি, এবং বৃহত্তর প্রতিবেশের স্বাস্থ্যও সমানভাবে অটুট থাকবে।

ওয়ান হেলথ ধারণায়, মানুষের স্বাস্থ্যকে একটা পৃথক বিষয় হিসেবে না দেখে তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে গবাদিপ্রাণি, বন্যপ্রাণ এবং পরিবেশের স্বাস্থ্য। কারণ পরিবেশে দূষণ থাকলে এবং জীবজন্তুর থেকে মানুষের শরীরে রোগ ছড়ানোর সুযোগ থাকলে কোন চিকিৎসায়ই সুফল মিলবে না। তাই সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর প্রাণপ্রকৃতির সুস্থ থাকার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটাকেই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'ওয়ান হেলথ' অ্যাপ্রোচ।

মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং তাদের বসবাসের পরিবেশ সুরক্ষা করার মাধ্যমে সবার স্বাস্থ্য ঠিক রাখাই একক স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্য। বিশ্বে প্রতি বছর ৩ নভেম্বরের দিনটিকে "One Health Day" বা একক স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়।

৩.

ওয়ান হেলথঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

হাতিয়া উপজেলার চরকিং ইউনিয়নের একজন নারী কৃষক তার সবজি ক্ষেতে কাজ করছেন

স্বাধীনতার পর গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে ১৯টি নতুন ও পুরোনো রোগ নতুনভাবে দেখা দিয়েছে। ১৯৭৭ সালে এ দেশের মানুষ প্রথম 'জাপানিজ এনসেফালাইটিস' রোগে আক্রান্ত হয়। তার আগে এই রোগ দেশে ছিল না। এর বাহক মশা। এইচআইভি (HIV) বা এইডস (AIDS), ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, নিপাহ, জিকা-এসব সংক্রামক রোগ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ থেকেই বাংলাদেশে এসেছে। এই ধারাবাহিকতায় এ দেশে সর্বশেষ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে।

কুকুর, বিড়াল জলাতঙ্ক রোগ বা রেবিস ছড়ায়। মানুষকে জলাতঙ্ক রোগ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখা যাবে না, যদি এদেরকে টিকা দিয়ে রোগমুক্ত করা না যায়। একইভাবে গরু-ছাগল থেকে অ্যানথ্রাক্স মানুষে ছড়ায়। গবাদিপশুকে অ্যানথ্রাক্সমুক্ত করতে না পারলে মানুষের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যাবে। এমনকি সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ঢাকায় বিক্রি হচ্ছে এমন ১৫% ছাগলের মাংসে ও ২% গরুর মাংসে উচ্চ মাত্রায় যক্ষ্মার জীবাণু রয়েছে। সুতরাং গরু-ছাগলকে যক্ষ্মা চিকিৎসার আওতায় না আনতে পারলে, মানুষেরও যক্ষ্মায় আক্রান্ত হবার বড় ধরণের একটি শঙ্কা থেকেই যায়।

মানুষের আমিষের চাহিদা মেটানোর সব থেকে সহজ ও তুলনামূলক সস্তা উপায় হচ্ছে ব্রয়লার মুরগীর মাংস। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ব্রয়লার মুরগীর উপর পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা বলছে, ব্রয়লার মুরগী দিন দিন খাওয়ার অযোগ্য হয়ে উঠছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়রে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ আবুল হোসেনের একটি গবেষণা বলছে, মুরগির খাদ্য হিসেবে ট্যানারির চামড়ার উচ্ছিষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে, যাতে রয়েছে ক্রোমিয়াম ও ক্যাডমিয়াম নামক বিষাক্ত পদার্থ। আমাদের দেশে মুরগিকে এসব খাওয়ানোর ফলে ২৫০ গ্রাম ব্রয়লার মাংসে প্রায় ৮৭ মাইক্রোগ্রাম ক্রোমিয়াম পাওয়া যায়, যেখানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (WHO) বলছে মাত্র ৩৫ মাইক্রোগ্রাম ক্রোমিয়ামই মানবদেহের পক্ষে সহনশীল। যদিও ক্রোমিয়াম ২৯০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ধ্বংস করা সম্ভব। কিন্তু রান্নায় আমরা বড়জোর ১০০ থেকে ১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ব্যবহার করে থাকি। এমন অবস্থায় মুরগীর ভেতরে থাকা ক্রোমিয়াম রান্নার মাধ্যমেও নষ্ট করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এসব আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে, যা মানব শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে প্রতিনিয়ত ব্রয়লার মুরগির উপর এন্টিবায়োটিকের প্রয়োগ, পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলছে।

এছাড়াও চলতি বছরে, দেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আইইডিসিআরবি (Institute of Epidemiology Disease Control And Research IEDCR, Bangladesh) তথ্য অনুযায়ী আক্রান্তদের ৮০ শতাংশই ই-কোলাই বা রোটা ভাইরাসে আক্রান্ত।

এক্ষেত্রে ২০১৯ সালে স্থানীয় সরকার এবং পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের একটি গবেষণা উল্লেখযোগ্য। যেখানে তারা যাত্রাবাড়ীর বিভিন্ন এলাকায় ওয়াসার পানির নমুনা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেসব নমুনায় উদ্বেগজনক হারে কলিফর্ম ও হেটারোট্রফিক ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি শনাক্ত হয়।

৪.

জুনোটিক ডিজিজ কী?

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের ৭৫ শতাংশ রোগই জুনোটিক, অর্থাৎ তা জীবজন্তুর থেকে মানুষের দেহে সংক্রামিত হচ্ছে।

কিছু সংক্রামক ব্যাধি আছে যেগুলো মানব দেহে বিভিন্ন পশুপাখি, জীবজন্তু বা মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো বাহকের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। এই সমস্ত সংক্রামক ব্যাধিকেই বলা হয় জুনোটিক রোগ (Zoonotic Diseases)। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (CDC)-এর তথ্য মতে, বৈশ্বিকভাবে নতুন যেসব রোগ দেখা যাচ্ছে বা পুরোনো যেসব রোগ নতুন করে আবির্ভূত হচ্ছে, তার ৭৫% আসছে জীবজন্তু বা পশুপাখির মাধ্যমে।

৫.

ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য One Health বা একক স্বাস্থ্য নীতির ধারণা কতটা গুরুত্ব বহন করে?

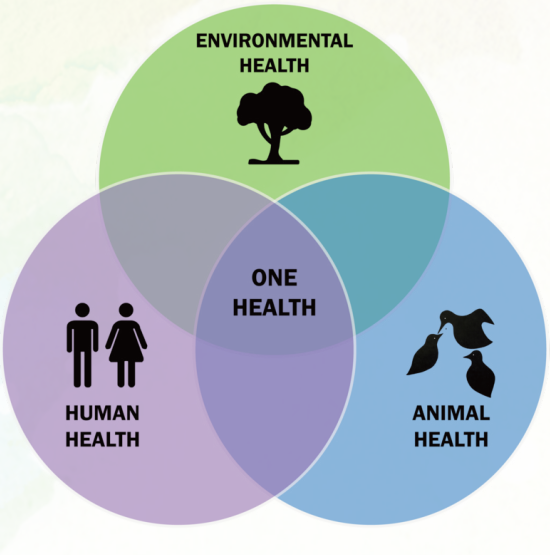

বৈশ্বিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠছে। নতুন বসতির জন্য জমি দরকার হচ্ছে। এ কারণে বন উজাড় হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এবং কৃষি ও শিল্পের প্রসারের কারণেও বন কমে আসছে। এসব কারণে জীবজন্তুর সংস্পর্শে আসার সুযোগ বাড়ছে। পশুপাখি মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্য, চামড়া ও লোম, ভ্রমণ, খেলাধুলা, শিক্ষা, এবং সঙ্গ লাভে পশুপাখির দরকার হয়। পশুপাখি ও তাদের পরিবেশের নিবিড় সংস্পর্শে গেলে তাদের রোগ মানুষে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। আবার পরিবেশ ও আবাসন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে পশুপাখির মধ্যে নতুন রোগ দেখা দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ও ব্যবসার কারণে মানুষ, জীবজন্তু এবং পশুজ পণ্যের বৈশ্বিক চলাচল বেড়েছে। সেই কারণে যেকোনো সংক্রামক রোগের দ্রুত দেশের সীমান্ত অতিক্রম করার এবং বৈশ্বিকভাবে তা ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিও বেড়েছে।

৬.

বাংলাদেশের রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ এসব বিষয়ে কী উদ্যোগ নিয়েছে?

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সাথী দস্তিদার বলেন, (Assistant Professor at National Institute of Prevention and Social Medicine) বলেন, বাংলাদেশ সরকার "ওয়ান হেলথ" নীতিকে কেন্দ্র করে ২০১২ সাল এ একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো এবং কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয় যেটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। কর্মপরিকল্পনাকে পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও উন্নত করে তোলার লক্ষ্যে ওয়ান হেলথ পরিচালনা কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি এবং সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। সরকার কর্তৃক একটি "ওয়ান হেলথ সচিবালয়" স্থাপন করা হয় যেটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হয়। এসকল কমিটি প্রতিবছর বিভিন্ন সম্মেলন এবং কর্মশালার আয়োজন করে।

এছাড়া, সরকার কতগুলো ভবিষ্যত পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। যেমন, ১. "ওয়ান হেলথ" এর কাঠামো এবং কর্মপরিকল্পনাকে হালনাগাদ রাখা, প্রয়োজনে সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা। ২. অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স প্রতিরোধ এবং মহামারী মোকাবেলার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা তৈরি করা। ৩. প্রাণিবাহিত রোগ (এনথ্র্যাকস, ব্রুসেলোসিস, নিপাহ্ ভাইরাস, র‍্যাবিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষা) শনাক্তকরণ এবং মহামারি প্রতিরোধ এর লক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন করা। ৪. ওয়ান হেলথ এর কর্মসূচিকে প্রতিটি উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করা। ৫. খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি, অসংক্রামক রোগ, বায়ু ও পানিদূষণ, নগর পরিকল্পনা, বন ও প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, মাটির লবণাক্ততা ও খরা, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করা।

৭.

কী করা যেতে পারে?

২০২৩ এর ২৪ অক্টোবরে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯৮০ থেকেই সংক্রামক রোগ বছরে ৬.৭ শতাংশ বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোগ সংক্রমণ। অভিজ্ঞতা বলছে, প্রস্তুতির সময় না দিয়েই ছড়িয়ে যাচ্ছে রোগ। একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এই দ্রুত সংক্রমণের মোকাবিলা করা অসম্ভব। মানুষের চিকিৎসার পাশাপাশি আটকাতে হবে পরিবেশ ও পশুপাখি থেকে সংক্রমণের বিপদ। তাহলে সংক্রমণের গতি কমবে। বিশ্বব্যাপি কোভিড সংক্রমণ প্রমাণ করেছে অতিমারির কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল নেই। তা যেকোন দেশে হতে পারে, যেকোন জায়গায় ছড়াতে পারে। এই সংক্রমণ রুখতে সময় একটা বড় ব্যাপার। অর্থাৎ ঠিক সময়ে ব্যবস্থা না নিলে সংক্রমণ সামাল দেওয়া মুশকিল। 'ওয়ান হেলথ' অ্যাপ্রোচ এই সমস্যা সমাধানে ভবিষ্যতে নিয়ামক হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বব্যাংকের মতে, 'ওয়ান হেলথ' অ্যাপ্রোচই হবে মানব স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করার সবচেয়ে বড় ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ।

কৈশোর কর্মসূচি

মেধা ও মননে সুন্দর আগামীর জন্য কিশোর-কিশোরীদের প্রতি কাজ করার আহবান

"মেধা ও মননে সুন্দর আগামী" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কৈশোর কর্মসূচির আওতায় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে গত ২৬ ডিসেম্বর২০২৩ এক মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করার হয়। এ সভায় ৩৫ জন কিশোর-কিশোরীসহ, সংস্থার সাধারণ পরিষদের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিনুর রসুল, সংস্থার মুখ্য ঋণ সমন্বয়কারী মোঃ তামজিদ উদ্দিন ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরী ক্লাবের সাংকৃতিক কর্মকান্ডে স্থানীয় কিশোরীদের অংশগ্রহণ

সভায় বক্তারা কিশোর-কিশোরীদের প্রতি স্বেচ্ছাসেবা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্বেচ্ছাসেবা এমন এক ধরণের কাজ যে কাজে পারিশ্রমিক থাকে না কিন্তু নিজের মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবার মধ্যে দিয়ে নিজেকে আগামী দিনের জন্য তৈরি করা যায় যা, কর্ম জীবনকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

উল্লেখ্য, সংস্থা গত একদশক ধরে স্থানীয় কিশোর কিশোরীদের সমাজ ও মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা ও তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করার লক্ষ্যে' কৈশোর কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ১৫ নভেম্বর ২০২৩ হাতিয়া উপজেলার 'উকিল পাড়া' কিশোরী ক্লাবে কবিতা আবৃত্তি, গান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী কিশোরীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়া, গত ১৪ই ডিসেম্বর ২০২৩ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন উপলক্ষে সংস্থার কৈশোর কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ

বীমা ও সাইক্লোন সহিষ্ণু বাড়ি নির্মাণ ঝুঁকি প্রশমনে ও দুর্যোগে টিকে থাকার সক্ষমতা তৈরি করতে ভূমিকা রাখবে

বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি-JICA-র আর্থিক সহায়তায় ও পল্লীকর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন-পিকেএসএফ এর কারিগরী সহায়তায় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা 'The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় গত ৩-১২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: দেলোয়ার হোসেন জাপানের টোকিওতে ''ঝুঁকি প্রশমনে বীমা, সহায়ক নীতি ও সাইক্লোন সহিষ্ণু বাড়ি নির্মাণ" বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ এবং ''শিক্ষা ও সংলাপ" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম বলেন, কৃষককে পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত রাখতে না পারলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়ানো ও কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব হবে না। বর্তমান জাপানে বিপণন ও বাজারব্যবস্থার সঙ্গে কৃষক সরাসরি জড়িত বলে মধ্যস্বত্বভোগী বলে কোনো শ্রেণির উদ্ভব হয়নি। কৃষি, কৃষিজাত পণ্য নিয়ে নিরন্তর গবেষণা, আগাম আবহাওয়ার তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার জাপানে কৃষিকে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় পর্যায়ে নিতে সাহায্য করেছে। মূল ভূখন্ডের মাত্র ১৫ শতাংশ জাপানি কৃষকরা কৃষিকাজে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু তারপরও হেক্টরপ্রতি কৃষিপণ্য উৎপাদনে জাপান বিশ্বে অন্যতম। তবে জাপানে কৃষকদের জন্য নতুন যে সেবা যুক্ত হয়েছে সেটা হলো মিউচুয়াল ফান্ড। এক্ষেত্রে কৃষকরা বছরব্যাপী স্বল্প পরিমাণ টাকা সমবায়ে জমা করে, বিনিময়ে নানারকম বিমা ও আর্থিক সুবিধা পায়। বাংলাদেশও কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের কৃষকদের জন্যও এ ধরণের বীমা সুবিধা থাকলে কৃষকদের দুর্যোগে ঝুঁকি প্রশমন হবে।

জাপানে বাংলাদেশী প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ

উল্লেখ্য, এ প্রশিক্ষণে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) -এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ ফসিউল্লাহ; এবং পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক সেলিনা শরীফ-সহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, JICA-এর কারিগরি সহায়তায় IRMP প্রকল্পটি পিকেএসএফ-এর ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

নতুন প্রজন্মের প্রতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে আরও বেশি গবেষণা ও চর্চা করার আহ্বান

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বিজয়ের সেই চিরস্মরণীয় মুহূর্ত স্মরণ করে দিবসটি পালন করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে গিয়ে তাঁরা বলেন, পৃথিবীর বুকে নতুন একটি দেশ ও জাতির জন্ম প্রত্যক্ষ করা যে কী এক আনন্দ ও উন্মাদনার ব্যাপার তা আজ বলে বোঝানো যাবে না। সেইদিন ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সবুজ ঘাসের বুকে আমাদের গৌরবের ইতিহাস রচিত হয়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর সেনাপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি মিত্রবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। এরকম একটি মুহূর্ত বাঙালি জাতি তার জীবদ্দশায় আর প্রত্যক্ষ করবে না। আমরা এই গৌরবের মুহূর্তের সাক্ষী ।

আলোচনা সভায় কথা বলছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম

গতকাল ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ মোহাম্মদপুর, সূচনা কমিউনিটি সেন্টারে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ নিয়ে এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বক্তব্যে এই স্মৃতিচারণ করেন। আওয়ামীলীগের মহানগর শাখা এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।

আওয়ামীলীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য, সাবেক সাংসদ ও সাবেক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর কবির নানক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম।

বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল আলম বলেন, ঢাকা কলেজে পড়ার সময়ে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত ঐতিহাসিক ৬ দফার সাথে পরিচিত হওয়া, বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে আসা, দেশের প্রতি দায়বোধ থেকে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম। ৯মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। স্বাধীনতার আজ ৫২ বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা এখনও একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক সমাজ গঠন করতে পারিনি। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি মানবিক সমাজ গঠন করতে চাই । এজন্য নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাস নিয়ে আরও বেশি গবেষণা ও চর্চার আহবান জানান তিনি।

সম্পাদনা পর্ষদ :
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম
মোঃ হুমায়ুন কবির সিকদার, অন্তরা তালুকদার
প্রকাশনায় : দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা,
প্রধান কার্যালয় : ২৪/৫ মল্লিকা, প্রমিনেন্ট হাউজিং, ৩ পিসি কালচার রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।
ই-মেইল : dus.eddus@gmail.com , dusdhaka@gmail.com
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৮১১০৩৬২

নির্বাহী সম্পাদক : বাসন্তি সাহা
সহযোগিতা : পাপিয়া সুলতানা, তাছনিম বিনতে মুখলিছ, ফারজানা হায়াত বৃষ্টি
আঞ্চলিক কার্যালয় : শান্তি নিবাস, দেলোয়ার কমিশনার রোড, সোনাপুর, সদর নোয়াখালী
ফোন : +৮৮০ ৩২১ ৬৩২৩৫
ফাউন্ডেশন অফিস : ছৈয়দিয়া বাজার, হাতিয়া, নোয়াখালী।
মোবাইল : ০১৭১২৭০৮০৮৫

তীব্র শীতে আগুন পোহানোর ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুণ। হাতিয়া দ্বীপের কেওড়া বনের আশেপাশে মাইক বাজিয়ে শীতের পাখি ও বন্য প্রাণিকে হয়রানি করা বন্ধ করুন।